গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাহী প্রকৌশলী,জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা

এবং

প্রধান প্রকৌশলী,জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০২২ - ৩০ জুন, ২০২৩

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	
প্রস্তাবনা	
সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি	
সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব	
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক	
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	
সংযোজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	
সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	
সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	
সংযোজনী ৭: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	
সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	

কর্মসম্পাদনের সার্বিকচিত্র

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) মেহেরপুর জেলা নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন ও স্যানিটেশন সেবা প্রদান করে আসছে। বর্তমানে পল্লী এলাকায় প্রতি ৮০ জনের জন্য একটি সরকারী নিরাপদ খাবার পানির উৎস রয়েছে এবং পানি সরবরাহ কভারেজ ৮৫% এ উন্নীত হয়েছে। বিগত ৩(তিন) অর্থবছরে গ্রাম, পৌর ও বস্তি এলাকায় বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ১৯৫৬টি বিভিন্ন প্রযুক্তির পানির উৎস, ৩৭ টি জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় পৌর অঞ্চলে ১১ কিঃমিঃ বিভিন্ন ব্যসের পাইপ লাইন, ০২ টি উৎপাদক নলকূপ, ০১ টিভূ-গভস্থ পানিশোধনাগার ,বাংলাদেশের ৩০ টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্পের আওতায় মেহেরপুর জেলার গাংনী পৌরসভায় ০৩ টি উৎপাদক নলকূপ, ০১ টি ওভারহেড পানির ট্যাংক , পাইপ লাইন স্থাপন ১৩ কি.মি. বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন উপজেলায় ২৩৪৪টি স্বল্প মূল্যের স্যানিটারি ল্যাট্রিন সেট ও কমিউনিটি ল্যাট্রিন ০৯ টি, ০৩ টিপাবলিক টয়লেট ও ০১ টি পানি পরীক্ষাগার নির্মাণ করা হয়েছে। আঞ্চলিক পরীক্ষাগারে প্রায় ১৯৪০টি পানির উৎসের পানির গুণগতমান পরীক্ষা করা হয়েছে। এছাড়াও মেহেরপুর জেলায় ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক বিদ্যমান থাকায় ৩৫ টি পরিবারে এ আই আর পি স্থাপন করা হয়েছে। মহামারি কোভিড-১৯ মোকাবেলা করার জন্য ১৯ টি হাত ধোয়ার বেসিন নির্মাণ করা হয়েছে, বিভিন্ন স্থানে জীবাণুনাশক ব্লিচিং পাউডার (১২০০ কেজি) সরবরাহ করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রধান চ্যালেঞ্জ হল অর্জিত অগ্রগতিকে টেকসইকরা ও এর কার্যকারিতা বৃদ্ধিকরণ এবং অর্থায়ন। সামগ্রিক কাজের মনিটরিংওমূল্যায়ন, তথ্যসংগ্রহ ও সংরক্ষণ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে প্রতি ৫০ জনের জন্য একটি পানির উৎস স্থাপন, ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার এবংসংরক্ষন। জেলার প্রতিটি ইউনিয়নে পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম স্থাপন। স্বাস্থ্য সম্মত উন্নতমানের ল্যাট্রিনের কভারেজ বৃদ্ধিকরণ এবং নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহের কভারেজ শতভাগে উন্নীতকরণ।

২০২২-২০২৩অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

- পৌরএলাকায় উৎপাদক নলকূপ স্থাপন ও প্রতিস্থাপন - ০৪টি
- পৌরএলাকায় ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট–০১টি
- পৌরএলাকায় ওভারহেড ট্যাংক–০১টি এবং
- পৌরএলাকায় ড্রেনেজ উন্নয়ন–৫.৫ কি:মি:
- পৌরএলাকায় হাউজ কানেকশন–২০০০টি
- পৌরএলাকায় ডিসিট্রবিউশন পাইপ লাইন স্থাপন–৪৫কিঃমিঃ
- পল্লী ও পৌরএলাকায় ইম্প্রুভড/ স্বল্প মূল্যে স্যানিটারি ল্যাট্রিন–১০০টি
- পল্লী ও পৌরএলাকায় কমিউনিটি ল্যাট্রিন/ পাবলিক ল্যাট্রিন স্থাপন–০২টি
- গ্রামীণ এলাকায় এ আই আর পি নির্মাণ- ৫০টি
- পল্লী ও পৌর এলাকায় বিভিন্ন ধরনের পানির উৎস স্থাপন-৪০০টি
- পল্লী এলাকায় রুরাল পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম স্থাপন-০২ টি
- পানির গুণগতমান নিশ্চিত কল্পে পানির নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা–৪০০টি

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমেরূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে ২০২২ সালের জুন মাসের ২৩ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন ১:

রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প: জনগনের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ, টেকসই উন্নত স্যানিটেশন এবং কঠিন ও পয়:বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

১.২ অভিলক্ষ্য: সকলের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ, টেকসই উন্নত স্যানিটেশন এবং কঠিন ও পয়:বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অবকাঠামো নির্মাণ এবং এ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটির দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের সুস্বাস্থ্য এবং জীবন মানের উন্নতি সাধন করা।

১.৩ কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র

১.৩.১ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলার কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র

১) পল্লী ও পৌর এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা করা,
২) পল্লী ও পৌর এলাকায় স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন,
৩) কমিউনিটি ক্লিনিকে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশণ ব্যবস্থা করা,
৪) পানির গুণগত মান নিশ্চিতকরণ।

১.৩.২ সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১) সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ

১.৪ কার্যাবলি:

- পল্লী এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- শহরাঞ্চলে সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার সহায়তায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান; সমগ্র দেশের খাবার পানির গুণগত মান পরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ;
- আর্সেনিক আক্রান্ত ও অন্যান্য সমস্যাসংকুল এলাকায় (লবণাক্ত, পাথুরে, পাহাড়ি ইত্যাদি) নতুন লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ভূ-গর্ভস্থ ও ভূপৃষ্ঠস্থ নিরাপদ পানির উৎস অনুসন্ধান;
- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে (ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- আপদ-কালীন (বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি) সময়ে জরুরী ভিত্তিতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধার ব্যবস্থা করা;
- স্থানীয় সরকার, বেসরকারি উদ্যোক্তা, বেসরকারি সংস্থা এবং Community Based Organization (CBO) সমূহকে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নে কারিগরি পরামর্শ প্রদান, তথ্য সরবরাহ, প্রশিক্ষণ প্রদান।